ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন

৮১, গুলশান এভিনিউ, গুলশান, ঢাকা।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১৩তম কর্পোরেশন সভার কার্য-বিবরণী ঃ

সভাপতি	ঃ	জনাব আনিসুল হক মাননীয় মেয়র ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
তারিখ	ঃ	০৬/০৯/১৪২৩ বঙ্গাব্দ ২০/১২/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ
সময়	ঃ	বেলা ০৩ : ০০ টা
স্থান	ঃ	গুলশান সেন্টার পয়েন্ট প্লট নংঃ ২৩-২৬, লেভেলঃ ৮, রোড নংঃ ৯০, গুলশান-২, ঢাকা

সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

মাননীয় মেয়র সভার শুরুতে সকল কাউন্সিলরবৃন্দ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ'কে আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শুরু করেন। প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে রাস্তা Car মুক্ত করার লক্ষ্যে সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের নিকট থেকে তালিকা সংগ্রহ পূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রদান করার জন্য আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ'কে নির্দেশনা প্রদান করেন। STS নির্মাণের জন্য ৩৫ ও ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে। ডিজিটাল সেন্টার নির্মাণের নিমিত্ত জায়গা প্রদান করার বিষয়ে প্রত্যেক সম্মানিত কাউন্সিলর'কে নির্দেশনা প্রদান করেন। মাননীয় মেয়র আরো বলেন, গুলশান বনানী এলাকার বাড়ীসমূহ রং করার কাজ চলমান। ডিএনসিসি আওতাধীন সকল এলাকায় যে সকল বাড়ী ২ (দুই) বছরের মধ্যে রং করানো হয়নি সে সকল বাড়ী রং করানোর জন্য সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দকে নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর মাননীয় মেয়র, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'কে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করেন।

মাননীয় মেয়র, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও সিটি কর্পোরেশনের উপস্থিত কর্মকর্তাগণ'কে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১.	বিগত ২৩/১১/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত ১২তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ প্রসঙ্গে	বিগত ২৩/১১/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত ১২তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করার জন্য আলোচনা	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গত ২৩/১১/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত ১২তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান ও ১২তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ সভায় তুলে ধরেন। এ বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় ১২তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন এবং সে মতে উক্ত কার্যবিবরণী দৃঢ় করা হয়।	
০২.	১২তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি	১২তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাযথভাবে প্রদান না করায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে যথামসয়ে পূর্ববর্তী সভার অগ্রগতি প্রতিবেদন সচিব দপ্তরে প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১। সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। পূর্ববর্তী সভার অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাসময়ে সচিব দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	১। বিভাগীয় প্রধান (সকল) ২। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৩.	দৈনিক মজুরী ভিত্তিক মাষ্টাররোল কর্মচারীদের জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী বেতন বর্ধিত করণ ও ৫৯ বছর উর্ধ্ব স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মীদের কর্মচ্যুত করণ প্রসংগে।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে স্কেলভুক্ত মাষ্টারোল কর্মী ৯৪১জন। বিগত ০১/০৭/২০১৫ তারিখে জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫ বাস্তবায়ন করা হয়। ০১/০৭/২০১৫ তারিখের পূর্বে ১৭৮ জন স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মীর বয়স ৫৯ বছর উর্ধ্বে উপনীত হয়। ৬ষ্ঠ কর্পোরেশন সভায় ৫৯ বছর উর্ধ্ব স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মীদের চাকুরীচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মতে ১৭৮ জন স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মী এর জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫ এর সুবিধা স্থগিত রাখা হয়। ০১/০৭/২০১৫ তারিখে ৫৯ বছরের কম বয়সের অবশিষ্ট কর্মীদের জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫ এর সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বিগত ২১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ৫৯ বছরের উর্দ্ধ বয়সী কতিপয় স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মী পে-স্কেল,২০১৫ এর সুবিধা প্রদানের আবেদন করেন। স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মীদের জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫ এর সুবিধা প্রদানের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রণালয়ের মতামত চাওয়া হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মীগণ জাতীয় পে-স্কেল, ২০১৫ এর আওতাভূক্ত নয় বিধায় কোন মতামত প্রদান করা গেল না মর্মে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে মতামত দেয়া হয়। ইতোমধ্যে মাননীয় মেয়র এর নির্দেশনা মতে ৫৯ বা তদূর্ধ্ব স্কেলভূক্ত মাষ্টাররোল কর্মীদের জাতীয় পে-স্কেল, ২০১৫ এর সুবিধা প্রদানের বিষয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে পত্র দেয়া হয়েছে। পত্রের জবাব এখনো পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য যে, জুলাই/২০১৬ পর্যন্ত ২১১ জন স্কেলভূক্ত মাষ্টাররোল কর্মীর চাকরি ৫৯ বছরের উর্ধ্বে উপনীত হয়। ৬ষ্ঠ কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত ২১১ জন স্কেলভূক্ত মাষ্টাররোল কর্মীর চাকরি চ্যুতির প্রশাসনিক প্রস্তাব মাননীয় মেয়র কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১২তম কর্পোরেশন সভায় বিষয়টি উপস্থাপিত হলে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়- ১। ৬ষ্ঠ কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫৯ বছর উর্ধ্ব ২১১ জন স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মীদের ৩০ নভেম্বর ২০১৬ থেকে কর্মচ্যুত করা হবে। ২। ৫৯ বছর উর্ধ্ব স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মীদের পে-স্কেল, ২০১৫ এর সুবিধা প্রদান করার আইনগত সুযোগ নেই; তবে তারা দুঃস্থ মানুষ বিধায় তাদের পে-স্কেল, ২০১৫ ও এককালীন সুবিধাসহ মাননীয় মেয়র এর ঐচ্ছিক তহবিল থেকে কি হারে আর্থিক সুবিধা দেয়া যায়, তা অর্থ ও সংস্থাপন সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি একটি প্রস্তাবনা পেশ করবে। স্কেলভূক্ত মাষ্টারোল শ্রমিকরা গ্রাইচুটি সুবিধাবাদে অন্যান্য সকল সুবিধা পাবে। এ বিষয়ে সরকারের গেজেট আছে। তাদের চাকুরী ৬০ বছর হবে। এ বিষয়ে পুনঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আলোচনা প্রয়োজন। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জানান শুধু মাত্র ওয়ার্ক চার্জ ও কন্টিনজেন শ্রমিকদের যাদের পরবর্তীতে নিয়মিত করা সম্ভব হয়নি তাদের চাকুরীর সময়সীমা ৬০ বছর হবে। দৈনিক মজুরী ভিত্তিক/স্কেলভূক্ত মাষ্টাররোল শ্রমিকগণ সরকারী কর্মচারী নয় বিধায় তারা এই আইনের আওতায় আসবে না। মাননীয় মেয়র বলেন যেহেতু দৈনিক মজুরী ভিত্তিক/স্কেলভূক্ত মাষ্টাররোল শ্রমিকগণ সরকারী কর্মচারী নয় সেহেতু পরবর্তীতে আইনি জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। এ বিষয়ে পূর্বের সভার সিদ্ধান্ত বহাল রাখার পরামর্শ প্রদান করেন। এ বিষয়ে উপস্থিত সকলেই একমত পোষন করেন।	১। ১২তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫৯ বছর উর্ধ্ব ২১১ জন স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মীদের কর্মচ্যুতি আদেশ জারীর তারিখ থেকে কার্যকর করা হবে। ২। ৫৯ বছর উর্ধ্ব স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মীদের পে-স্কেল, ২০১৫ এর সুবিধা প্রদান করার আইনগত সুযোগ নেই; তবে তারা দুঃস্থ মানুষ বিধায় তাদের পে-স্কেল, ২০১৫ ও এককালীন সুবধাসহ মাননীয় মেয়র এর ঐচ্ছিক তহবিল থেকে কি হারে আর্থিক সুবিধা দেয়া যায়, তা অর্থ ও সংস্থাপন সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি একটি প্রস্তাবনা পেশ করবে।	১। অর্থ ও সংস্থাপন সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ২। সচিব
০৪.	ডিএনসিসি'তে চাকুরীরত অবস্থায় স্কেলভূক্ত মাষ্টাররোল কর্মচারী ও দৈনিক মজুরী ভিত্তিক মাষ্টাররোল কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী- সরকার বেসামরিক প্রশাসনে চাকুরীরত অবস্থায় কোন সরকারি কর্মচারি মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে আর্থিক সহায়তার পরিমান ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা হতে ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকায় ও গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষম হলে সরকারি কর্মচারির আর্থিক সহায়তার পরিমান ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা থেকে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকায় এবং চাকুরীরত অবস্থায় কোন সরকারি কর্মচারি মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে দাফন-কাফন	১। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর নিয়মিত কর্মচারী, পরিচ্ছন্ন কর্মীগণসহ সকল দৈনিক ভিত্তিক নিয়োজিত কর্মচারীদের স্ত্রী/স্বামী মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারকে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং	১। সচিব ২। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ৩। প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা।

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সদস্যদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান প্রসঙ্গে	বাবদ আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা থেকে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার টাকায় পুনঃ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ১ জুলাই ২০১৬ তারিখ হতে মৃত্যু/স্থায়ী অক্ষম হওয়ার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপনটি কার্যকর হবে। উল্লেখ্য, ২৮/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৪৬.২০৭.০০০.০৪.০০.০৩৭. ২০১২-১১৪৭ নং স্মারকাদেশে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর মৃত্যুতে তার পরিবার'কে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার সাথে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা অনুদানসহ মোট ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা ও গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা; ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নিয়মিত কর্মচারী, পরিচ্ছন্ন কর্মীগণসহ সকল দৈনিক মজুরী ভিত্তিক নিয়োজিত কর্মচারীদের স্ত্রী/স্বামী মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারকে ৫০,০০০/- টাকা ও মাস্টাররোল কর্মচারীগণ (ক্লিনার, শ্রমিক/কর্মী) কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারকে এককালীন ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয় এবং ০৪/১১/২০১৫ খ্রি তারিখের ৪৬.২০৭.০০০.০৪.০০.০২৮. ২০১১-১৩৪৮ (২৫) নং স্মারকাদেশে ডিএনসিসি'র নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারী, সকল দৈনিক মজুরী ভিত্তিক নিয়োজিত কর্মচারীগণ চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবার'কে দাফন-কাফন বাবদ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাার) টাকা "সমাজকল্যাণ মূলক কার্যক্রম" খাত থেকে অনুদান প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, ১২তম কর্পোরেশন সভায় বিষয়টি উপস্থাপিত হলে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়- ১। চাকুরীরত অবস্থায় ডিএনসিসি'র স্থায়ী কোন কর্মকর্তা-কর্মচারি মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে আর্থিক সহায়তার পরিমান ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা হতে ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকায় ও গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষম হলে আর্থিক সহায়তার পরিমান ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা থেকে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকায় এবং চাকুরীরত অবস্থায় কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে দাফন-কাফন বাবদ আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা থেকে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার টাকা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত প্রজ্ঞাপন মূলে প্রকাশিত সরকারি গেজেট অনুযায়ী ১ জুলাই ২০১৬ থেকে পুনঃ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ডিএনসিসি'তে চাকুরীরত অবস্থায় কোন স্কেলভূক্ত মাষ্টাররোল কর্মচারী ও দৈনিক মজুরী ভিত্তিক মাষ্টাররোল কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবার'কে প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা প্রদান করার বিষয়ে আলোচনা। মাননীয় মেয়র উপস্থিত সকলের কাছে এ বিষয়ে মতামত জানতে চান। উপস্থিত সকলেই ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর নিয়মিত কর্মচারী, পরিচ্ছন্ন কর্মীগণসহ সকল দৈনিক ভিত্তিক নিয়োজিত কর্মচারীদের স্ত্রী/স্বামী মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারকে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং এবং চাকুরীরত অবস্থায় ডিএনসিসি'র দৈনিক মজুরী ভিত্তিক মাষ্টাররোল/স্কেলভূক্ত মাষ্টাররোল কর্মচারীগণ (ক্লিনার/শ্রমিক/কর্মী) মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে আর্থিক সহায়তার পরিমান ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা থেকে ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে দাফন-কাফন বাবদ আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা থেকে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার টাকা ১ জুলাই ২০১৬ থেকে পুনঃ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	সরকার কর্তৃক সরকারি কর্মচারীদের মৃত্যুবরণকারী পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ডিএনসিসি'র দৈনিক মজুরী ভিত্তিক মাষ্টাররোল/স্কেলভূক্ত মাষ্টাররোল কর্মচারীগণ (ক্লিনার/শ্রমিক/কর্মী) চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে আর্থিক সহায়তার পরিমান ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা থেকে ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে দাফন-কাফন বাবদ আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা থেকে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার টাকা ১ জুলাই ২০১৬ থেকে পুনঃ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	
০৫.	১২% হারে আরোপিত হোল্ডিং কর বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।	The Municipal Corporation (Taxation) Rules 1986 এর বিধি ২০ এবং আদর্শ কর তফসিল ২০০৮ অনুযায়ী বর্তমানে হোল্ডিং এর ১০ মাসের প্রকৃত ভাড়ার উপর অর্থাৎ বার্ষিক মূল্যের উপর ১২% হোল্ডিং কর (Tax) নিম্নরূপ হারে আরোপ করা হচ্ছেঃ ১। ইমারত/ভবন-৭%	১। পঞ্চবার্ষিকী কর পুনঃমূল্যায়ন অর্থাৎ কর সমতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে কোনরূপ ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হবে না।	১। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ২। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		২। পরিচ্ছন্ন-২% ৩। সড়ক বাতি-৩% মোট-১২% পরবর্তিতে ২০১৬ সালে গেজেটে প্রকাশিত আদর্শ কর তফসিল ২০১৬ অনুযায়ী প্রকৃত বার্ষিক মূল্যায়নের উপর নিম্নরূপ হারে সর্বোচ্চ ২৭% কর (Tax) আরোপ করার বিধান করা হয়েছেঃ ১। ইমারত/ভবন-৭% ২। পরিচ্ছন্ন (সর্বোচ্চ)-৭% ৩। সড়ক বাতি (সর্বোচ্চ)-৫% ৪। স্বাস্থ্য কর (সর্বোচ্চ)-৮% মোট সর্বোচ্চ-২৭% এ বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন সময় আলোচনা হয়েছে এবং বার্ষিক মূল্যায়নের উপর ১২% হারে কর (Tax) ধার্য্যের বিষয়টি অপরিবর্তিত রয়েছে। বার্ষিক মূল্যায়নের উপর কর (Tax) ধার্যের হার সর্বোচ্চ ১২% বহাল থাকবে নাকি আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬ অনুযায়ী বৃদ্ধি করা হবে এ বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। বিষয়টি ৫ম কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করা হয়। ৫ম কর্পোরেশন সভায় এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ১) পঞ্চবার্ষিকী কর পুনঃমূল্যায়ন অর্থাৎ কর সমতা আনার বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ২) যে সকল আবাসিক ভবনে বাণিজ্যিক কাজ হচ্ছে তা নিরূপণ করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে হবে। ৩) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ডিএনসিসির ওয়েবসাইটে ট্যাক্সের হার, ট্যাক্স দেয়ার পদ্ধতি, নিয়ম-কানুন, পি-ফরমসহ জনসাধারণের ট্যাক্স প্রদান সুগম করার জন্য যাবতীয় তথ্য দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। ৪) ট্যাক্সের হার বৃদ্ধির বিষয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর উপস্থিতিতে একটি সেমিনার করে সেমিনারের মতামতের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। ৫) সেমিনারের পরে বোর্ড সভা করে ট্যাক্স বৃদ্ধির হার ধার্য করা হবে। ৬) ট্যাক্স আদায় করার বিষয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলরকে আহ্বায়ক করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হবে। ৭) ট্যাক্স আদায়ের বিষয়ে অর্থ ও সংস্থাপন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি তদারকি করবে। ৮) ডিএনসিসির কর্মকর্তা নন ট্যাক্স বিশেষজ্ঞদের দিয়ে ট্যাক্স আদায়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরূপণ করার লক্ষ্যে একটি অডিট কমিটি গঠন করা হবে। ৯) কল্যাণপুরের রাজিয়া টাওয়ার, কেয়ারী টাওয়ার ও মোহাম্মদপুরের জাপান গার্ডেন সিটির ফ্লাটসমূহ দ্রুত ট্যাক্স নির্ধারণ করতে হবে ক্রমিক-১ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১ জুলাই-২০১৬ থেকে শুরু করে অঞ্চল-১ (উত্তরা)এ পঞ্চবার্ষিকী কর পুনঃমূল্যায়ন শেষ হয়েছে এবং অঞ্চল-৩ এর কাজ চলমান রয়েছে।	২। আদর্শ কর তফসিল ২০০৮ অনুযায়ী নির্ধারিত ১২% হারে হোল্ডিং ট্যাক্স বহাল থাকবে। ৩। পঞ্চবার্ষিকী কর পুনঃমূল্যায়ন অর্থাৎ কর সমতা কার্যক্রম সমাপ্তির পর আগামী অর্থ বছরে আদর্শ কর তফসিল ২০১৬ অনুযায়ী করের হার বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।	
০৬.	ভাড়ার হার (Rate Chart) বৃদ্ধি/পরিবর্ধন করণ প্রসঙ্গে	The Municipal Corporation (Taxation) Rules 1986 এর বিধি ২০ এবং আদর্শ কর তফসিল ২০০৮ অনুযায়ী বর্তমানে হোল্ডিং এর ১০ মাসের প্রকৃত ভাড়ার উপর অর্থাৎ বার্ষিক মূল্যের উপর ১২% হোল্ডিং কর (Tax) নিম্নরূপ হারে আরোপ করা হচ্ছেঃ ১। ইমারত/ভবন-৭% ২। পরিচ্ছন্ন-২% ৩। সড়ক বাতি-৩% মোঠ-১২% পরবর্তিতে ২০১৬ সালে গেজেটে প্রকাশিত আদর্শ কর তফসিল ২০১৬ অনুযায়ী প্রকৃত বার্ষিক মূল্যায়নের উপর নিম্নরূপ হারে সর্বোচ্চ ২৭% কর (Tax) আরোপ করার বিধান করা হয়েছেঃ ১। ইমারত/ভবন-৭% ২। পরিচ্ছন্ন (সর্বোচ্চ)-৭% ৩। সড়ক বাতি (সর্বোচ্চ)-৫%	১। ২০০৮ সালে প্রণীত নির্ধারিত ভাড়ার হার (Rate Chart) অনুযায়ী সিলিংয়ের সর্বোচ্চ হার + মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মতে ১০% সহ পঞ্চবার্ষিকী কর পুনঃমূল্যায়ন অর্থাৎ কর সমতা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।	১। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ২। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		৪। স্বাস্থ্য কর (সর্বোচ্চ)-৮% মোট সর্বোচ্চ-২৭% এ বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন সময় আলোচনা হয়েছে এবং বার্ষিক মূল্যায়নের উপর ১২% হারে কর (Tax) ধার্য্যের বিষয়টি অপরিবর্তিত রয়েছে। অবিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ২০০৩ সালে এবং পরবর্তিতে ২০০৮ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন অঞ্চলের আওতাভূক্ত এলাকা সমূহের বিদ্যমান বাড়ী-ঘরের/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক মূল্যায়নের নির্ধারণের ক্ষেত্রে এলাকা/রাস্তা ওয়ারী অনুমোদিত ভাড়ার হার অনুসরন করে কর নির্ধারণ করা হচ্ছে। কিন্তু ২০০৮ সালে প্রনীত ভাড়ার হার (Rate Chart) বহু পুরাতন এবং সে অনুযায়ী বর্তমান প্রকৃত ভাড়া নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হয়েছে এবং ২০০৮ সালে প্রনীত ভাড়ার হার (Rate Chart) অনুযায়ী বার্ষিক মূল্যায়ন অব্যাহত আছে। বিধি অনুযায়ী প্রকৃত বার্ষিক মূল্যায়ন নির্ধারণ করতে গেলে (Rate Chart) সময় উপযোগী/ Update করা প্রয়োজন। ভাড়ার হার Rate Chart Update/ আধুনিক/ পরিবর্তন/ পরিবর্ধন করা হবে কিনা সে বিষয়ে কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। **উদাহরন স্বরূপ- (১) গুলশান এভিনিউ এ আবাসিক-১৫-১৮ টাকা, বানিজ্যিক-২৫-৩০ টাকা এবং শিল্প কারখানা-১৫-১৭ টাকা** **(২) বনানী প্রধান সড়ক সংলগ্ন- আবাসিক-১৪-১৫ টাকা, বানিজ্যিক-২২-২৫ টাকা এবং শিল্প কারখানা-১৭-১৮ টাকা** **(৩) উত্তরা ১ নং সেক্টর প্রধান সড়ক সংলগ্ন - আবাসিক-৭-৮ টাকা, বানিজ্যিক-১০-১২ টাকা এবং শিল্প কারখানা-৮-১০ টাকা** **বর্ণিত হারের সাথে ১০% বর্ধিত হারে কর ধার্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।**		
০৭.	৪ নং সেক্টর কবরস্থান থেকে মসজিদ অফিস স্থানান্তর।	৪ নং সেক্টর কবরস্থানের মসজিদটি বর্তমানে কবরস্থানের পশ্চিম সীমানা সংলগ্ন মাঝামাঝি স্থানে রয়েছে। পার্শ্ব কবরস্থানের মোহরারের অফিসও আছে। উত্তর পূর্ব কর্নারে স্থানান্তর করার প্রস্তাব রয়েছে। মসজিদ স্থানান্তর করা হলে ডিএনসিসি'র কর্তৃক নকসা প্রণয়ন করতে হবে। স্থানীয় বাসিন্দাগণ অর্থের সংস্থান করবেন মর্মে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মসজিদটি ৩(তিন) তলা বিশিষ্ট হতে পারে। উল্লেখ্য শাহজালাল এভিনিউ হতে পারিবারিক কবরস্থান ৪ নং সেক্টরের ডিএনসিসি'র কবরস্থানে স্থানান্তর এবং কবরস্থান নিয়ে উদ্ভুত মামলার আপোষের প্রেক্ষিতে স্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ কবরস্থানটি স্থানান্তরে সহযোগিতা প্রদান করেছেন এবং মসজিদটি নির্মাণের কাজে অংশ গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই স্থানান্তর জায়গার মালিকানা ডিএনসিসি-ই থাকবে এবং মসজিদটি ডিএনসিসি'র নামেই নামকরণ করা হবে। সভায় বারিধারা এলাকায় কবর স্থানান্তরের বিষয়ে কার্যকর কোন অগ্রগতি না হওয়ায় মাননীয় মেয়র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন সমন্বয়হীনতার কারণে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ অনেক সময় অনেক তথ্য জানেন না। তিনি সকলের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিষয়ে ১৯ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মফিজুর রহমান বলেন, যদিও এটা তার এলাকায় না তথাপি মাননীয় মেয়র এর নির্দেশনা মতে তিনি কবরটি স্থানান্তরের জন্য দুই পক্ষের সাথে আলোচনা করে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়েছেন। যে চুক্তির মাধ্যমে যে কোন দিন কবরটি স্থানান্তর করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে মাননীয় মেয়র দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেন এবং দুই দিক থেকে রাস্তা তৈরীর কাজ শুরু করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। ৪ নং সেক্টর কবরস্থানের মসজিদ বর্তমান স্থান থেকে কবরস্থানের উত্তর পূর্ব কর্ণারে স্থানান্তর করার বিষয়ে ওয়ার্ড-১ এর সম্মানিত কাউন্সিলরের প্রস্তাবনা অনুযায়ী প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-১ এর সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ২। বারিধারা এলাকার কবরটি দ্রুত স্থানান্তর করে রাস্তা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। সম্মানি কাউন্সিলর, ওয়ার্ড-১ ২। প্রধান প্রকৌশলী ৩। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা ৪। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা-১ ১। সম্মানি কাউন্সিলর ওয়ার্ড-১ ১৮ ও ১৯ ২। প্রধান প্রকৌশ ৩। আঞ্চলিক কর্মকর্তা, অঞ্চল
০৮.	মেথর প্যাসেজ সংস্কার করণ	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকার ড্রেনসমূহ ভরে পয়ঃ নিস্কাষণের পথ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। ড্রেন পরিস্কার করা হলেও মেথর প্যাসেজ পরিষ্কার না করার কারণে পয়ঃনিস্কাশন সম্ভব হচ্ছেনা। অনেক স্থানে ড্রেনের পিট ভেঙ্গে গিয়েছে। ড্রেনসমূহের পিট সংস্কারসহ মেথর প্যাসেজ পরিষ্কার করা প্রয়োজন। যে সকল এলাকায় মেথর প্যাসেজ আছে ঐ এলাকার বাসিন্দাদের নিকট থেকে লিখিত নিতে হবে যে ঐ এলাকায় ময়লা ফেলবেনা। ময়লা ফেললে তারা নিজেরা তা পরিস্কার করে দিবে মর্মে	১। মেথর প্যাসেজের মধ্যকার ড্রেন ও স্ল্যাব সংস্কারসহ কাঁচা অংশ পাঁকা করার বিষয়ে সম্মানিত কাউন্সিলরগণের সাথে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ ও প্রকৌশল বিভাগ আলোচনা করে প্রস্তাব পেশ করবেন।	১। কাউন্সিলর (স ২। প্রধান প্রা ৩। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (স

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		মাননীয় মেয়র নির্দেশনা প্রদান করেন। ওয়ার্ড-৪ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব জামাল মোস্তফা জানান, অধিকাংশ বাড়ির মালিকগণ বাড়ি নির্মাণের সময় সেফটি ট্যাংক নির্মান করেন না বিধায় ময়লা সরাসরি ড্রেনে চলে আসে। বাড়ির মালিকদের এ বিষয়ে শতর্ক করে দেয়ার প্রস্তাব করেন। ওয়ার্ড-২ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব সাজ্জাদ হোসেন এবং আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা অঞ্চল-২ আরসিসি ড্রেন করার প্রস্তাব করেন।	২। সেফটি ট্যাংক ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
০৯.	বিভিন্ন হিসাব খাতের সঞ্চিত অর্থ সাধারণ খাতে স্থানান্তর	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন হিসাব খাত যেমন-সড়ক খনন খাত, বাজার বিদ্যুৎ বিল, বাজার সালামী ও জন্ম নিবন্ধন খাতসহ অন্যান্য খাতের সঞ্চিত অর্থ বিভিন্ন একাউন্টে জমা হচ্ছে। যে সকল অর্থ ডিএনসিসি'র উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। বিভিন্ন হিসাব খাতের সঞ্চিত অর্থ সাধারণ খাতে স্থানান্তর করে উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করা প্রয়োজন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, নির্মানাধীন বাজার এর ক্ষেত্রে গৃহীত বাজার সালামীর অর্থ অন্য খাতে নেয়া ঠিক হবে না। প্রধান প্রকৌশলী বলেন, জরুরী ভিত্তিতে অনেক সময় সড়ক খনন কাজ করতে হয় সে ক্ষেত্রে সড়ক খননেন জন্য পর্যাপ্ত অর্থ রাখা প্রয়োজন তবে সার্ভিস চার্জ বাবদ যে অর্থ জমা হয় তা সাধারণ খাতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। এ বিষয়ে উপস্থিত সকলেই একমত পোষন করেন।	১। জরুরী সড়ক খননের জন্য সড়ক খনন খাতে পর্যাপ্ত অর্থ রেখে আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ বাবদ কর্পোরেশন তহবিলে জমাকৃত অর্থ সাধারণ খাতে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
১০.	পুলিশ বক্স নির্মাণ	মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়, সড়কদ্বীপে বা ফুটপাথর উপর স্থাপিত পুলিশ বক্স জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টিসহ অন্যবিধ সমস্যা তৈরী করছে। ডিএনসিসি নিজ উদ্যোগে এসব স্থানে সুন্দর ও ব্যবহার উপযোগী পুলিশ বক্স নির্মাণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা বলেন, ডিএনসিসি এলাকায় সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ চলছে। এ কাজে যে ডিজাইন তৈরী করা হচ্ছে তাতে পুলিশ বক্স নির্মাণের ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ও প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তার সাথে সমন্বয় করে প্রধান প্রকৌশলী'কে পুলিশ বক্স নিমানের জন্য মাননীয় মেয়র নির্দেশনা প্রদান করেছেন।	১। প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ও প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তার সাথে সমন্বয় করে প্রধান প্রকৌশলী পুলিশ বক্স নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	১। প্রধান প্রকৌশলী ২। প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ৩। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা
১১.	শ্যামলী শিশু মেলা	শ্যামলী শিশু মেলা ১৯৯০ সালে ডিসিসি হতে টেন্ডারের মাধ্যমে ইজারা দেয়া হয়। ২০০২-২০০৫ সন পর্যন্ত ০৩ (তিন) বৎসর ১,৪৫,৭৫৬.০৫ টাকা মূল্যে ইজারা চুক্তি সম্পাদন হয়। চুক্তিনামায় অনিয়মের কারনে পরবর্তীতে চুক্তির মেয়াদ নবায়ন না করে চুক্তি বাতিল করা হয়েছে বিধায় পরবর্তীতে নবায়ন করা হয় নি। গত ২৬/১১/২০১৬ খ্রিঃ ডিএনসিসি কর্তৃক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে শিশু পার্কটি তালাবদ্ধ করা হয়েছে। শিশু মেলাটি দ্রুত খুলে দেয়ার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহন প্রয়োজন। চুক্তিনামায় প্রতি ০৩ (তিন) বৎসর পর পর ১০% বৃদ্ধি করে চুক্তি নবায়নের বিষয় উল্লেখ ছিল। ভূমি উদ্ধার কমিটির সভায় আলোচনার এক পর্যায়ে শিশু মেলার পরিচালকের একজন উপস্থিত হয়ে বকেয়া পরিশোধ করে শিশু মেলা পরিচালনার ইচ্ছা পোষন করেন অথবা নিষ্পত্তি অন্তে তাদের মালামাল ফেরৎ দেয়ার অনুরোধ জানান। ওয়ার্ড-১৯ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মফিজুর রহমান বলেন, ডিএনসিসি পার্কটি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। জমি উদ্ধার কমিটি ইজারাদার এর কাগজপত্র পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো ইজাদারকে ১০০% জরিমানা করা হোক। ২ মাসের মধ্যে ইজারাদার তার স্থাপনা সরিয়ে নিবে। টেন্ডারের সময় পর্যন্ত ইজারাদারের সাথে সমঝোতা করে চালানোর অনুমতি দেয়া যেতে পারে। মাননীয় মেয়র বলেন, সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক শিশু মেলা দ্রুত চালু করতে হবে। শ্যামলী শিশু মেলা খুলে দেয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য কাউন্সিলর কমিটি একটি প্রস্তাবনা পেশ করবেন। এ বিষয়ে উপস্থিত সকলেই একমত পোষন করেন।	১। শিশু মেলাটি দ্রুত খুলে দেয়ার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। ২। দ্রুত টেন্ডার করতে হবে। ৩। পূর্ববর্তী ইজারাদারকে টেন্ডারের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য পার্কটি চালু রাখার অনুমোদন দেয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ভূমি উদ্ধার কমিটি একটি প্রস্তাবনা পেশ করবে।	১। ভূমি উদ্ধার সংক্রান্ত কমিটি ২। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১২.	বিবিধ (১) বিভিন্ন চুক্তি/ সমঝোতা স্মারক অনুমোদন প্রসঙ্গে	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিম্নরূপ ৫ (পাঁচ)টি চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় মর্মে সভায় উপস্থাপন করা হয়। ১। জাইকার সাথে **PROJECT ON CAPACITY BULDHING FOR COMMUNITY-BASED DRR IN URBAN AREAS OF BANGLADESH** শীর্ষক স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক ২। সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানীর সাথে "পাবলিক টয়লেট ও সুপেয় পানির সম্ভাব্য ব্যবস্থাসহ যাত্রী ছাউনী নির্মাণ এবং এর ব্যবস্থাপণা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম" শীর্ষক স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক ৩। ঢাকা আহসানিয়া মিশনের সাথে "Advocacy for Comprensive Implementation of Tobacco Control Law in Dhaka City" স্বাক্ষীরত সমঝোতা স্মারক ৪। LX Land and Geospatial Informatix Corporation কর্তৃক "Final Workshop For Spatial Data Inforastucture of Dhaka" স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক ৫। আরবান হেলথ এটলাসের সাথে Making ICT's work for health: a mixed methods study exploring proccesses for institiutionalazing geo-refrenced health information systems to strengthen MNCH service planning, referral and ovrsight in three city corporation of Bangladesh শীর্ষক স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত চুক্তি/সমঝোতা স্মারকসমূহ অনুমোদন করার বিষয়ে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন।	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি/সমঝোতা স্মারকসমূহ অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
	(২) সম্মানিত কাউন্সিলবৃন্দের বনভোজন আয়োজন প্রসঙ্গে	মাননীয় মেয়র, সম্মানিত কাউন্সিলর ও কর্মকর্তাদের (১ম ও ২য় শ্রেণীর) সমন্বয়ে (পরিবারসহ) বনভোজনের আয়োজন করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিষয়ে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন।	সম্মানিত কাউন্সিলর ও কর্মকর্তাদের (১ম ও ২য় শ্রেণীর) সমন্বয়ে (পরিবারসহ) বনভোজনের আয়োজন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।	সংশ্লিষ্ট কমিটি

আর কোন আলোচনা না থাকায় মাননীয় মেয়র ও সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
আনিসুল হক
মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ও
সভাপতি
কর্পোরেশন সভা।

স্মারক নং-৪৬.২০৭.০০৬.০৩.০০.২৪৩৮.২০১৬ –৩২

তারিখ-০৮/০২/২০১৭ খ্রি:

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১) সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং-...../সংরক্ষিত আসন নং.....।
২) সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব নূরুল ইসলাম রতন, ওয়ার্ড নং ২১, আহবায়ক, বনভোজন কমিটি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩) সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মফিজুর রহমান, ওয়ার্ড নং ১৯, আহবায়ক, জমি/সম্পদ পুনরুদ্ধার, রাজার নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা ওয়াকিং কমিটি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৪) সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মফিজুর রহমান, ওয়ার্ড নং ১৯, সভাপতি, অর্থ ও সংস্থাপন সংস্পকিত স্থায়ী কমির্টি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫) বিভাগীয় প্রধান (সকল)..... ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৬) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল..... ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৭) মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৮) মেয়র মহোদয়ের সহকারী একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৯) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'র স্টাফ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১০) সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২ ও সাধারণ প্রশাসন শাখা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১১) অফিস কপি।

০৮/০২/১৭

(দুলাল কৃষ্ণ সাহা)
সচিব (যুগ্ম-সচিব)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন